দি সিটিজেন'স চার্টার
(The Citizen's Charter)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫৬০২০-৯,৯৫৫৪১১২-৪,

ফ্যাক্সঃ ৯৫৫৫২৮৩,৯৫৭২২৫৯,৭১৭১২৬৬

ওয়েবসাইট- www.mofa.gov.bd

পররাষ্ট্র নীতি

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে বহিঃর্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত । তাছাড়া, জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের উন্নততর সেবাপ্রদানে অত্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ সদা সচেষ্ট রয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কুটনীতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির ১০ টি প্রধান দিক ঃ

১। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ভারসাম্যমূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক;
২। বহুপাক্ষিক কাঠামোসমূহে সহযোগিতা বৃদ্ধি;
৩। বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি;
৪। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার ;
৫। জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে শ্রমের নতুন নতুন বাজার সন্ধান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
৬। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ;
৭। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় বাণিজ্য আলোচনায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা;
৮। জাতিসংঘ ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ;
৯। বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা ও শান্তিবিনির্মাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ; এবং
১০। বিদেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতি তুলে ধরার মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়ন।

ঢাকায় অবস্থিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পৃথিবীর ৪৬ টি দেশে অবস্থিত ৫৮ টি মিশনের মাধ্যমে পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পন্যের রপ্তানী ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের সঙ্গে সমন্বয় পূর্বক নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের পরিচিতি বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন বানিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বানিজ্য মেলা আয়োজনে মিশনসমূহ সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশী রপ্তানীকারকদের সাথে বিদেশী আমদানীকারকদের যোগাযোগ স্থাপনে মিশনসমূহ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। দূতাবাসসমূহ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ও রপ্তানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বলিত তথ্য বিদেশী ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের মাঝে বিতরণ ও তাদেরকে এ ব্যাপারে ব্রীফ করে থাকে। যেসব মিশনে বানিজ্যিক শাখা রয়েছে সেখানে বানিজ্যিক শাখা এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। অন্যান্য মিশনের কূটনৈতিক শাখাসমূহ এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

পর্যটন শিল্প- পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় দিক। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার ও সুন্দরবণের সুবিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ছাড়াও বাংলাদেশে রয়েছে বৈদেশিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন, উপজাতীয় জীবনধারা, লোকসংগীত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত ব্রোশিয়ার বিতরণ করে বিদেশী পর্যটকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে আকৃষ্ট করছে।

কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কনস্যুলার শাখাসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক বাংলাদেশী নাগরিকদের বহুমুখী কনস্যুলার সেবা প্রদান করে থাকে। বিদেশে অবস্থানকালে আপনার যদি কোন প্রকার কনস্যুলার সেবার প্রয়োজন হয়, তাহলে নিকটস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করবেন কিংবা দেশে আপনার কোন নিকটজন আপনার পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে কনস্যুলার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করে ঃ

ক) দূতাবাসের মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানাবিধ কল্যাণমূলক কাজের সমন্বয়;
খ) বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের জরুরী কনস্যুলার সহায়তাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান;
গ) বিধি মোতাবেক বিবিধ ডকুমেন্টস-এর সীল ও স্বাক্ষরসমূহের সত্যায়ন:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কনস্যুলার সেবা ও ডকুমেন্টস সত্যায়নের সময়সূচী নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

ডকুমেন্টস গ্রহণের সময়	ডকুমেন্টস প্রদানের সময়
সকাল ০৯ঃ৩০ হতে বেলা ১১ঃ০০ টা	একই কর্ম দিবসে বিকেল ০৪ঃ০০ টার পর।
বেলা ১১ঃ০০ হতে দুপুর ১২ঃ০০ টা	পরবর্তী কর্মদিবসে বিকেল ০৪ঃ০০ টার পর।

ডকুমেন্টস সত্যায়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

১। বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ (Board/University Certificate) ঃ
সরকারী বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাসনদ স্ব-স্ব বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/ রেজিস্ট্রার-এর দপ্তর হতে যাচাই (Verification) ও সত্যায়ন (Attestation) সাপেক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহের সত্যায়ন করা হয়। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যাচাই (Verification) ও সত্যায়ন (Attestation) পূর্বক আবশ্যিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক সত্যায়ন এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত Notary Public কর্তৃক সত্যায়ন করে জমা দিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহের সত্যায়ন করা হয়।

২। পারিবারিক সনদসমূহ ও বিবাহ সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদি (Family Certificate & Marital Documents) ইউপি চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত পারিবারিক ডকুমেন্টসসমূহ নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক এবং বিবাহ সংক্রান্ত ডকুমেন্টসমূহ নোটারী পাবলিক ও আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়ন সাপেক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহের সত্যায়ন করা হয়।

৩। জন্ম সনদ / মৃত্যু সনদ (Birth /Death Certificate) ঃ
সিটি কর্পোরেশন/সেনেটারী ইন্সপেক্টর (Sanitary Inspector)/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম সনদসহ Hospital কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণযোগ্য। Death Certificate সিটি কর্পোরেশন বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সরকারী ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত হতে হবে। Notary Public কর্তৃক সত্যায়ন করে জন্ম সনদ (Birth Certificate) / মৃত্যু সনদ (Death Certificate) জমা দিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহের সত্যায়ন করা হয়

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

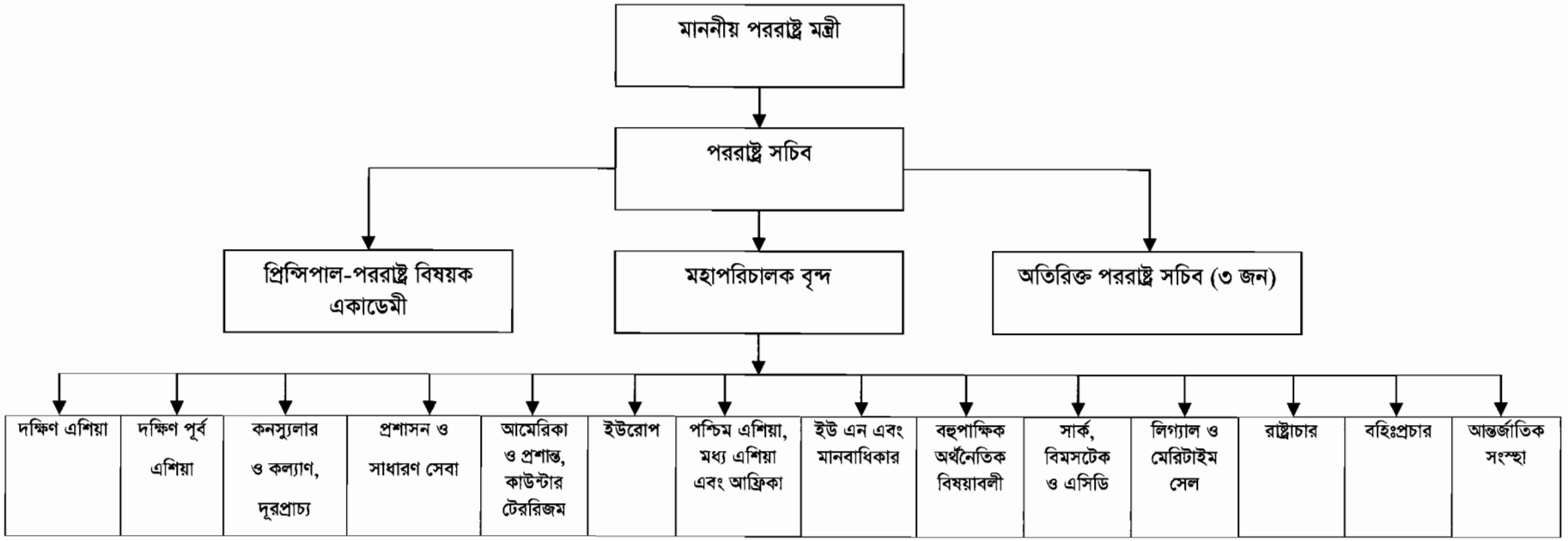

৪। অবিবাহিত সনদপত্র (Un-married Certificate) ঃ

জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত অবিবাহিত সনদপত্র নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়ন করে জমা দিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়ন করে।

৫। অভিভাবক সনদপত্র (Guardianship Certificate) ঃ

জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত অভিভাবক সনদপত্র (Guardianship Certificate), পারিবারিক আদালতের রায়ের কপি (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সত্যায়িত) নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়ন করে জমা দিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়ন করে।

৬। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (Police Clearance Certificate) ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার/বা উপযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে একটি forwarding letter-এর মাধ্যমে প্রেরিত হতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেটে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রতিস্বাক্ষরকারীর নামের সীল থাকা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়ন করে ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে প্রেরণ করে।

৭। বাণিজ্যিক সনদ পত্র (Commercial documents) ঃ

Insurance বা Commercial documents স্থানীয় Chamber of Commerce, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার, Joint Stock Company অথবা সংশ্লিষ্ট Insurance অফিস হতে সত্যায়নপূর্বক নোটারী সত্যায়ন করে জমা দিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়ন করে।

৮। আম-মোক্তারনামা (Power of Attorney) ঃ

বিদেশ হতে প্রেরিত আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দুতাবাস/ মিশন কর্তৃক সত্যায়ন করে দুই সেট ফটোকপিসহ জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তি তাঁর পাসপোর্ট এর ফটোকপিসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমা দিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত সনদ পত্রের সীল ও স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়ন করে ।

৯। অনুবাদকৃত সনদ (Translated documents) ঃ

যে কোন অনুবাদ সত্যায়নের জন্য মূল সনদপত্র ও অনুবাদ একই Notary Public কর্তৃক সত্যায়ন করে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, উভয় সনদপত্রের উপর অনুবাদকারী প্রতিষ্ঠান ও অনুবাদকারী ব্যক্তির সীল ও স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক।

ডকুমেন্টস্ সত্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

- যিনি সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক তিনি নিজে উপস্থিত থেকে অথবা তাঁর পক্ষে কোন নিকটআত্মীয় তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করে ডকুমেন্টস জমা দেবেন। পরিচয় সনাক্তকরনের জন্য পাসপোর্টের প্রথম তিন পৃষ্ঠার ফটোকপি জমা দিতে হবে, পাসপোর্ট না থাকলে পরিচয় পত্রের ফটোকপি অথবা চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার হতে ছবিসহ প্রত্যয়ন পত্র বা গ্রহণযোগ্য প্রমানপত্রসহ জমা দিতে হবে ।
- বিদেশে অবস্থানকারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাসপোর্টের প্রথম তিন পৃষ্ঠা ফটোকপি এবং Authorization Letter দিয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তির মাধ্যমে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো ।

নিম্নোক্ত ডকুমেন্টসসমূহ কনস্যুলার ও কল্যান অনুবিভাগ কর্তৃক সত্যায়ন করা হয় না ঃ

ক. জীবন বৃত্তান্ত (Bio-Data)

খ. ভিসা আবেদন (Visa Application)

গ. সাহায্যের আবেদন

ঘ. ব্যবসা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি ।

ঙ. সরকারী সার্কুলার, গেজেট বা কোন সরকারী আদেশ (তবে ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সত্যায়নসহ লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে নোটারী পাবলিক কর্তৃক পুনঃসত্যায়ন করা হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তা সত্যায়ন করে থাকে) ।

ক) মৃত ব্যক্তির লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা ঃ

প্রবাসে কোন বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা অথবা নিকটাত্মীয়/বৈধ অভিভাবকের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রবাসে তাঁর লাশ সৎকারের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়/ বৈধ অভিভাবককে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও কল্যাণ বিভাগ বরাবর মৃত ব্যক্তির নিম্নোক্ত তথ্যাবলীসহ একটি আবেদন পত্র দাখিল করতে হয় ঃ

-বাংলাদেশী নাগরিকত্ব প্রমাণের সনদপত্র;

-পাসপোর্ট (প্রথম পাঁচ পাতা)/ ট্রাভেল পারমিট এর ফটোকপি;

-চাকুরী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (যেমন-চাকুরীস্থল, চাকুরী দাতার পূর্ণাঙ্গ নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি যদি থাকে)।

উপরোক্ত তথ্যসম্বলিত আবেদন প্রাপ্তির পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাধারণত তিন কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনপত্রটি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে প্রেরণ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার পর তা হস্তান্তর এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা । ফোন ঃ ৯৩৩৯৭০৫/ ০১৮১৯২৬২১৭৩/ ৯৩৪৯৯২৫/৯৩৫০৮৪৮; ফ্যাক্স ঃ ৮৩১৯৯৪৮) সম্পাদন করে থাকে। পক্ষান্তরে বিদেশে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির কোন নিকটাত্মীয়/শুভানুধ্যায়ী তাঁর সাথে থাকলে তিনি সেই দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দুতাবাসে যোগাযোগ করলে সংশ্লিষ্ট মিশন একই রূপ সহযোগিতা প্রদান করবে।

খ) বিদেশে আটক বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাবসন ঃ

* প্রবাসে কোন বাংলাদেশী কোন কারণে আটক হলে বা জেলে গেলে এবং তার তথ্য পাওয়া গেলে কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ তা স্বল্পতম সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস/মিশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। তবে এক্ষেত্রে যোগাযোগের সুবিধার্থে আটক ব্যক্তির সঠিক বিস্তারিত বিবরণ (নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নং, আটকের স্থান ও সম্ভাব্য টেলিফোন নং ইত্যাদি) এবং আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নং থাকা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত যে কোন আবেদন পরিচালক (কনস্যুলার ও কল্যাণ) বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

* প্রবাসে অবস্থিত কোন বাংলাদেশীর দেশে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত কোন সমস্যা হলে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস/মিশন অথবা পরিচালক (কনস্যুলার ও কল্যাণ) বরাবর আবেদন করলে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

* এছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্য যে কোন সমস্যা জানিয়ে পরিচালক (কনস্যুলার ও কল্যাণ) বরাবর আবেদন করলে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

* বাংলাদেশের যে সমস্ত নাগরিক জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর অনুমতি নিয়ে বিদেশে গমন করেন তাদের মধ্যে কেউ বিদেশে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হলে ব্যুরোর সহায়তায় এবং উক্ত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক প্রদত্ত খরচে তাদের দেশে ফেরৎ আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

গ) ক্ষতিপূরণ আদায় প্রসংগে ঃ

প্রবাসী বাংলাদেশীরা চাকুরীকালীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে চাকুরীর শর্তানুযায়ী তাঁদের ক্ষতিপূরণ আদায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। মৃত ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারীগণের আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে আবেদনে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি থাকা প্রয়োজন।

- মৃত ব্যক্তির পাসপোর্ট/পরিচয়পত্র ;
- নিয়োগকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা;
- মৃত্যুর স্থান, তারিখ এবং মৃত্যুর কারণ;
- আবেদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা ;
- বৈধ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সনদ;

এছাড়াও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা পঙ্গু প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ঘ) **জরুরী অবস্থায় সহায়তা ঃ**

প্রবাসী ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসরত অবস্থায় হঠাৎ কোন জরুরী বা দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার শিকার হলে সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত প্রবাসী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে (যেমন প্রাকৃতিক বা অন্য কোন দুর্যোগ আক্রান্ত প্রাবসীদের এক স্থান থেকে অন্য নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া)। প্রবাসে হারিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তির সন্ধান লাভের জন্যও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ঙ) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ নিম্মে বর্ণিত কনস্যুলার সেবা প্রদান করে থাকে ঃ

- পাসপোর্ট ইস্যু ও নবায়ন করণ;
- ভিসা ইস্যু করণ;
- No Visa Required Seal; এবং
- বিধি মোতাবেক বাংলাদেশী ও বিদেশী দলিলাদি সত্যায়নকরণ এবং তাদের প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক সেবা প্রদান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও কল্যাণ অধিশাখার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

	টেলিফোন(অফিস)	e-mail
মহাপরিচালক	৯৫৫১৮৫২	dgcons@mofabd.org
পরিচালক	৯৫৬২৯২৩	dircons@mofabd.org
সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৫৪০৩২	sascons@mofabd.org
সহকারী সচিব	৯৫৬৮১০০	ascons@mofabd.org